ক্রিয়াবাদ Functionalism

ক্রিয়াবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন হাবার্ট স্পেনসর (১৮২০-১৯০৩) এবং এমিল দুরক্যাঁ (১৮৫৮-১৯১৭)। স্পেনসর মনে করতেন সমাজ জীবদেহের মত। সমাজের অংশগুলো সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করে। দুরক্যাঁ ও সামাজিক সংহতি কিভাবে তৈরী হয় তা বিশ্লেষণ করেছিলেন। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে ক্রিয়াবাদ বা কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদের Structural-Functionalism ভাবনা নির্মাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যালকট পার্সনস্ Talcott Parsons এবং রবার্ট মার্টন Robert Merton সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা দেখতে চান সমাজ কিভাবে টিকে থাকে বা সমাজে নিয়ম কিভাবে সৃষ্টি হয়, সমাজ কিভাবে এক ভারসাম্য অবস্থা থেকে অন্য ভারসাম্যমূলক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। এই প্যারাডাইমে দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করা হয়। উপেক্ষা করা হয় সামাজিক বিভাজনকে।

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব Conflict Theory

কার্ল মার্কস্ -এর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সামাজিক অসমতা এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী সম্পদের মালিকানা ও অধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তার উপর। দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণে নানা তত্ত্ব বা মতবাদ রয়েছে। তবে এর সাধারণ

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজে দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বে আরো বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কেন সমাজে বিপ্লব ঘটেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা হয় সমাজ টিকে থাকে শক্তিমানের শক্তি প্রয়োগ ও ভাবাদর্শের চাপে। ক্ষমতা প্রতিবাদকে শমিত করে রাখে। আর ভাবাদর্শ শোষণকে সহনীয় করে রাখে। ফলে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলতে সব সময় উদ্যোগী হয় না।